বক্সারের যুদ্ধের তাৎপর্য

ভারতবর্ষে ব্রিটিশের আধিপত্য বিস্তারের ইতিহাসে বক্সারের যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং এই যুদ্ধের ফলাফল ছিল সুদূরপ্রসারী। ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের

Scanned with CamScanner

ভিত্তিস্থাপনে পলাশির যুদ্ধ অপেক্ষা বক্সারের যুদ্ধ অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। বক্সারের যুদ্ধের সামরিক গুরুত্বও ছিল অপরিসীম। পলাশিতে প্রকৃত যুদ্ধের পরীক্ষা হয়নি কিন্তু বক্সারে ত্রি-শক্তির সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় প্রমাণ করে দেয় যে ভারতে ইংরেজকে বাধা দেওয়ার আর কোনো শক্তি অবশিষ্ট রইল না। পলাশির যুদ্ধে ইংরেজ শক্তির প্রভুত্ব বিস্তারের যে সূচনা হয় বক্সারে তা পূর্ণতা লাভ করে। পলাশির যুদ্ধের ফলে ইংরেজ কোম্পানি কর্তৃক একজন পুতুল শাসককে বাংলার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করার সুযোগ এসেছিল, কিন্তু বক্সার যুদ্ধের পর অযোধ্যার নবাবের দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং তাঁর পক্ষে ইংরেজের বশংবদ হওয়া ছাড়া অন্য কোনো উপায় আর রইল না। ইংরেজরা উত্তর-পশ্চিম ভারত ও বাংলার মধ্যবর্তী অযোধ্যাকে 'বাফার' রাজ্য হিসেবে ব্যবহার করার সুযোগ পায়।

বক্সারের যুদ্ধে বাংলা, অযোধ্যা ও দিল্লির সম্রাটের পরাজয় ঘটে। এদিক দিয়ে বক্সারের যুদ্ধ ছিল ব্রিটিশের শেষ আত্মরক্ষার যুদ্ধ। বক্সারের পর ইংরেজকে আর আত্মরক্ষার যুদ্ধ করতে হয়নি। এবার থেকে ভারতবর্ষে ইংরেজ যে যুদ্ধ করেছে তা হল সম্প্রসারণের যুদ্ধ। বক্সারে সম্মিলিত বাহিনীর পরাজয় ইংরেজের সামরিক শক্তির গৌরব বৃদ্ধি করে। তাই ম্যালেসন বলেছেন, "Buxer takes the rank amongst the most decisive battles of India." ভিনসেন্ট স্মিথও বলেছেন যে "Plassey was a cannonade while Buxar was decisive battle."

পলাশির যুদ্ধে জয়লাভের ফলে বাংলায় কোম্পানির প্রত্যক্ষ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলেও তার স্থায়িত্ব সম্পর্কে সন্দেহ ছিল কিন্তু বক্সারের জয়লাভে ইংরেজের আধিপত্য হয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী এবং বাদশাহের স্বীকৃতি লাভ করায় ইংরেজের ক্ষমতা বৈধতা লাভ করে। বাদশাহ দ্বিতীয় শাহ্ আলম স্বয়ং ইংরেজের বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন। কোম্পানি প্রায় সমগ্র ভারতে আধিপত্য স্থাপনে সক্ষম হয়। বক্সারের জয়লাভ বাংলাদেশের পরাধীনতা ক্রমে সমগ্র ভারতের পরাধীনতার পথ প্রশস্ত করে। কারণ বক্সারের যুদ্ধের পর বাংলার সম্পদের বহির্গমন তীব্রভাবে শুরু হয়। বিনা শুল্কে অবাধে বাণিজ্য চলতে থাকে এবং বাংলার শিল্পগুলির ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হয়। বক্সারের যুদ্ধে ইংরেজের জয়লাভের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হল এতদিন একটি বিদেশি কোম্পানি যেভাবে একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশের আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে এবং ক্ষমতা প্রদর্শন করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার যে নগ্ন খেলায় মেতেছিল তার বৈধতা প্রাপ্তি ঘটে। প্রকৃতপক্ষে বক্সারের পর ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানি আইনানুগ শাসক অর্থাৎ বাংলার 'দেওয়ান' হয়ে দাঁড়ায়। তাই স্যার জেমস স্টিফেন যথার্থই বলেছেন যে, "The battle of Baxur deserves far more credit than battle of Palassey as the origin of the British Power in India."

Scanned with CamScanner